গাংনীর নওয়াপাড়ায় আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হলো অসুস্থ গরুর মাংস, বিক্রেতার জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রির দায়ে আফেজ আলী নামের এক মাংস ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে পরিচালিত অভিযানে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন এই দণ্ড প্রদান করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত মাংস বিক্রেতা হলেন আফেজ আলী (৫০)। তিনি গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের আব্দুল সামাদের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, নওয়াপাড়া বাজারে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় আফেজ আলীকে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১-এর ২৪(১) ধারায় ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মাংস বিধি মোতাবেক অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযানে উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন আরিফুল ইসলাম এবং গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয়রা মাংসে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেন। খোজ নিয়ে জানা গেছে, নওয়াপাড়া বাজারে মাঝে মাঝে কসাইরা এমন অসুস্থ পশু জবাই করে মাংস বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। এ বাজারে আরও বেশি বেশি প্রশাসনের নজরদারী বৃদ্ধির দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

গাংনীর ১৪টি মাধ্যমিক

বিদ্যালয়ে ৬৯ শিক্ষকের নিয়োগে অনিয়ম !

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগ দিতে জাল করা হয়েছে শিক্ষা অধিদফতরের ডিজির প্রতিনিধি, স্কুল কমিটির সভাপতি ও সদস্যের স্বাক্ষর। দুদকের প্রাথমিক তদন্তে এ উপজেলার ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এমন অন্তত ৬৯ ভুয়া শিক্ষকের সন্ধান মিলেছে।

তবে, এ সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা বলছেন, তৎকালীন জনপ্রতিনিধিদের চাপ ও প্রভাবে পুরো প্রক্রিয়াটি হয়েছে।

জানা যায়, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আবেদন আহ্বানের পর পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়। এটিই স্বাভাবিক নিয়ম হলেও মেহেরপুরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে হয়েছে ব্যতিক্রম। জেলার গাংনী উপজেলার ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলে অন্তত ৬৯ জন ভুয়া শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, গাড়াবাড়িয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কে এ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এইচ এম এইচভি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, হাড়াভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এম জি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এনপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বি বি এন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাজীপুর মাথাভাঙা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, করমদি কল্যাণপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, এমবিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় মানিকদিয়া, এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাড়াভাঙ্গা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

তাদের অনেকের বেতন চালু হলেও যশোর শিক্ষা বোর্ডে সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমতি সম্বলিত কোনো চিঠির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। জালিয়াতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে মোটা অংকের অর্থ লেন দেনেরও অভিযোগ উঠেছে।

জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেলালুজ্জামান হেলু বলেন, আমি বিএনপি করার কারণে বিগত সরকারের সময় ঠিকমত স্কুলেই আসতে পারিনি। আমার অজান্তেই অনেক কিছু হয়ে গেছে।

২০২২ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা দায়িত্ব নেয়ার পর ব্যাক ডেটেড চার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এই চারজনের সার্টিফিকেট যাচাই করে

দেখা যায়, তাদের কাগজপত্র জাল। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা স্কুল পর্যন্ত আসে; তাদের ভয়ে সবকিছু ছেড়ে দিতে হয়।

তবে এইচ এম এইচ ভি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হালিম বলেন, তৎকালীন সময়ে জনপ্রতিনিধিরা যেভাবে চেয়েছেন নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সেভাবে করতে হয়েছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকরা নিয়োগের বিষয়ে সব অস্বীকার করছেন। তাদের দাবি, আমরা পরীক্ষা দিয়েছি, রেজাল্ট হয়েছে; এরপর আমরা নিয়োগপত্র পেয়েছি। তারপর যোগদান করেছি। বিষয়টা তো আদৌই সত্য না।

এ দিকে, বিষয়টি জানাজানি হলে একাধিক তদন্ত কমিটি করে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ। তনন্তে নামে দুর্নীতি দমন কমিশনও। এরইমধ্যে অনেক প্রমাণ তাদের হাতে এসেছে।

কুষ্টিয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক বুলবুল আহম্মেদ রিয়াদ বলেন, ‘এ বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করবো। এরপর বিস্তারিত কাগজপত্র আমরা কমিশনে দাখিল করবো।’

একটি তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. একেএম নজরুল কবীর বলেন, ‘বড় অঙ্কের টাকা লেনদেনের মাধ্যমে ভুয়া নিয়োগের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বিষয়টি আরও তদন্ত করছি।’

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রাহিম বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে একাধিক তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। তদন্ত কমিটিগুলোকে দ্রুত তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলমান রয়েছে। আমরা আশা করছি, অবশ্যই সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে এর সুরাহা করতে পারবো।’

মেহেরপুরের তিন উপজেলায় ১৭৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫ হাজার ৫৬৯ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।

গাংনীতে তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে পিঠা উৎসব

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় পিঠা উৎসবের। জমকালো এই পিঠা উৎসবে চিতই, পাটিসাপটা ও পাকানসহ নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠার সমারোহ লক্ষ্য করা গেছে।

পিঠা উৎসবের আয়োজনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নানা ধরনের খেলা। পিঠা উৎসবে ১২টি স্টলে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও উদ্যোক্তারা নিজেদের স্টল পরিচালনা করেন।

দিনব্যাপী এ পিঠা মেলার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী পিঠা তৈরি করে উদ্যোক্তারা মেলায় হাজির হন। পাশাপাশি ছিল আধুনিক নানা ধরনের পিঠা। ১২টি স্টলে পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেন তারা। সকাল থেকেই তরুণ প্রজন্ম পিঠা উৎসবে ভিড় জমান এবং নতুন ও পুরোনো নানা রকমের পিঠার সঙ্গে পরিচিত হন।

পিঠা উৎসবের এমন আয়োজনে উদ্যোক্তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাদের মতে, এ ধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে আরও উদ্যমী ও সৃজনশীল করে তুলবে।

এছাড়াও তারুণ্যের মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। পরে আয়োজকরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

নাজমুল হুদার বার্ষিক আয় ৪ লাখ

৭৩ হাজার টাকা

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জামায়াতের প্রার্থী মোঃ নাজমুল হুদা। তিনি জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য এবং উপজেলা সমাজকল্যাণ বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর বাৎসরিক আয় ৪ লাখ ৭৩ হাজার ৫শ টাকা, যা তিনি ব্যবসা থেকে আয় করেন। তাঁর কৃষি ও অকৃষি জমি, পুকুর, বসতবাড়ি ও ব্যবসা মিলিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি টাকা। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামার আয়কর বিবরণীতে তিনি এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়া নাজমুল হুদার হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তাঁর পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ও অর্জিত ৩৩ শতাংশ জমি, ৫ শতাংশ পুকুর, দ্বিতল বাড়ি, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও অন্যান্য আসবাবপত্র রয়েছে। তাঁর হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ২৬ লাখ ৪ হাজার ৩১০ টাকা, যা তিনি ব্যবসা ও নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় করেছেন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৩ হাজার টাকা।

তাঁর স্ত্রী মোছাঃ হাফিজা খাতুন একজন গৃহিণী। স্ত্রীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১০ তোলা স্বর্ণ ও নগদ ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা রয়েছে।
নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ৭টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি মামলায় খালাস, একটি অব্যাহতি এবং একটি প্রত্যাহার হয়েছে।

গাংনীতে এনসিপি ও জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মোঃ রবিউল ইসলাম।

সভায় উপস্থি ছিলেন, জামায়াতে ইসলামীর মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মোঃ নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর মোঃ আহসানুল হক এবং সাবেক পৌর কমিশনার আলমগীর হোসেন।

অন্যদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা প্রধান সমন্বয়ক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, উপজেলা যুগ্ম সমন্বয়ক সবুজ রানা, জেলা সদস্য আমীর হামজাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জনগণের প্রত্যাশা ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে জনগণের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভা শেষে উভয় পক্ষই গণতন্ত্র, সুশাসন ও জনকল্যাণমূলক রাজনীতির জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ ও মতবিনিময় অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে না পেরে বেদারুল ইসলাম নামের এক সহকারী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কলেজের

অধ্যক্ষেরব কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে অধ্যক্ষর মূল ফটোকে তালা দেওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তালা খুলে দেন। তালা দেয়াকে কেন্দ্র করে কলেজে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিরুল ইসলাম বলেন, সকালে কলেজে গিয়ে কার্যালয়ের সামনে তালা ঝুলতে দেখতে পাই পরে বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহ শিক্ষকবৃন্দকে অবগত করি। পরে কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা কলেজে আসার পর তালা খুলে দেওয়া হয়।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের অভিভাবক সদস্য সাবেক কাউন্সিলর শাহিদুল ইসলাম জানান, আমরা জানতে পেরেছি সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে চেয়েছিলেন সেটি না পেরে তিনি কলেজে তালা দিয়েছেন।

সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন তিনি তালা খুলে দিয়েছেন চাবি কোথায় পাইলেন জানতে চাইলে তিনি এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি।

সহকারী অধ্যাপক বেদরুল ইসলাম তালা দেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ: আনোয়ার হোসেন বলেন তালা মারার বিষয়টি শুনেছি বিষয়টি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তবে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয় এহেন কোন কর্মকান্ডের জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা জানান, গত ৩০শে ডিসেম্বর অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম অবসরে যান।

এর আগে কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিষয়টি মানতে না পেরে সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম কলেজে তালা দিয়েছেন।

সরকারি ছুটির দিনেও গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিস খোলা রাখার অভিযোগ

সারা বাংলাদেশে সরকারি অফিসে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলেও সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে মেহেরপুরের গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে- এমন অভিযোগ উঠেছে সাব-রেজিস্ট্রার নাইমা ইসলামের বিরুদ্ধে।

‎স্থানীয় নেতাকর্মীরা জানান, ৩১ ডিসেম্বর বিএনপি’র চেয়ারপারসন ও সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক দিবস উপলক্ষে সরকারি ভাবে সারা দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। অথচ সেই সরকারি নির্দেশ অমান্য করে গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়মিত কার্যক্রম চালু রাখা হয় বলে অভিযোগ করা হচ্ছে।

‎স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারি ছুটি থাকা সত্ত্বেও কোন ক্ষমতাবলে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস খোলা রাখা হয়েছে- তা বোধগম্য নয়। তারা এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকর্তার দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন।

‎এদিকে বিষয়টি জানার পর গাংনী উপজেলা যুবদলের নেতা শাহিবুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে উপস্থিত হয়ে অফিস কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সারা দেশ শোকাহত।

‎এমন দিনে আপনারা কীভাবে অফিস খুলে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন-এর ব্যাখ্যা চাই।

‎এ সময় সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অফিস সহকারী নার্গিস আক্তার জানান, অফিসের কিছু কাজ পেন্ডিং থাকায় তারা অফিস খুলেছিলেন। তবে নিষেধ করার পর তারা তাৎক্ষণিকভাবে অফিস বন্ধ করে চলে যান।

‎পরবর্তীতে এ বিষয়ে পুনরায় জানতে চাইলে অফিস সহকারী নার্গিস আক্তার অফিস খোলার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, কিছু পেন্ডিং কাজের কারণে অফিস খোলা হয়েছিল। পরে লোকজন নিষেধ করলে আমরা অফিস বন্ধ করে চলে যাই।

‎তবে অভিযোগের বিষয়ে সাব-রেজিস্ট্রার নাইমা ইসলাম অফিস খোলার বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন।

‎

গাংনীর নওপাড়ায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মাগফেরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া

গাংনীর নওপাড়ায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জীবনের স্মৃতিচারণ ও তার রুহের মাগফেরাত কামনায় মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে পবিত্র কোরআন ও হাদিস থেকে আলোচনা করেন, মাওলানা মোঃ আমিরুল ইসলাম।

দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট বিএনপি’র প্রবীণ নেতা আব্দুর রউফ। দোয়া পরিচালনা করেন, নওপাড়া বড় মসজিদের ইমাম মাওলানা মোঃ শফিকুল ইসলাম।

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র চেয়ারপারসন মরহুমা খালেদা জিয়ার স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন, গাংনী থানা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুর রউফ, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামসহ অনেকে।

দোয়া ও মিলাদ পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন, ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক প্রচার সম্পাদক কাজল ও মহিত।

দোয়া অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিএনপি’র নেতাকর্মী, সমর্থকসহ গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জমে উঠেছে ফুটপাতের গরম কাপড়ের হাট

মেহেরপুরে জমে উঠেছে ফুটপাতের। শীতের তীব্রতা যতই বাড়ছে, গরম কাপড়ের হাটে ততই ভিড় জমছে। আর দেখে মনে হচ্ছে, ভেদাভেদ ভুলে ধনী-গরিব সবাই যেন মিলিত হয়েছে এই গরম কাপড়ের হাটে।

ফুটপাতে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন ডিজাইনের শীতের পোশাক। উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগ্রহীরা তাদের চাহিদামতো পোশাক কিনতে আসছে। এই গরম কাপড়ের হাটটি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে অবস্থিত। বামন্দীর এই বাজারটি বসে শুক্রবার ও সোমবার। এছাড়াও গাংনী শহরেও ফুটপাতে বসেছে গরম কাপড়ের বাজার।

বামন্দী বাজারের ব্যবসায়ী বাবলু হোসেন বলেন, শীতের শুরুতে তেমন বেচাকেনা ছিল না। শীত পড়ার কারণে বেচাকেনা বেড়েছে।

বেচাকেনা ভালো হলে মনেও আনন্দ থাকে। শীতের তীব্রতা বেড়েছে, এতে মানুষ ছুটে আসছে গরম কাপড় কিনতে। আমরা বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক তুলেছি। এখানে সব ধরনের মানুষ পোশাক কিনতে আসে। পুরাতন পোশাকের মধ্যেও অনেক ভালো পোশাক পাওয়া যায়।

নাজমুল হোসেন নামের একজন ব্যবসায়ী বলেন, সারা বছর তেমন বেচাকেনা না হলেও শীত মৌসুমে খুব ভালো বেচাকেনা হয়। ভালো মানের পোশাক আনার চেষ্টা করি। ব্যবসা ভালো হচ্ছে, লাভেও পুষিয়ে যাচ্ছে।

পোশাক ক্রয় করতে আসা আবুল হোসেন বলেন, শীত যেন হাড়ে ঠেকছে। এখানে কম দামে পুরাতন পোশাক পাওয়া যায়, তাই কিনতে এসেছি। পরিবারের সবার জন্য নেওয়ার চেষ্টা করব। তাছাড়া গার্মেন্টস থেকে এত দামের পোশাক সবার জন্য কেনা সম্ভব না। গার্মেন্টসের একটি পোশাকের দামে এখানে সবার পোশাক হয়ে যাবে।

গাংনীতে বসুন্ধরা শুভসংঘের বার্ষিক মতবিনিময় ও আলোচনা সভা

বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখার আয়োজনে “কেমন চাই আগামীর বাংলাদেশ?” শীর্ষক আলোচনা ও বার্ষিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

একাত্তরের চেতনা ও চব্বিশের জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিট ধারণ করে আগামীর বাংলাদেশকে একটি উন্নত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয় সভায়।

অনুষ্ঠানে বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখার উপদেষ্টা সৈয়দ জাকির হোসেন মাস্টার বলেন, একাত্তরের চেতনা ও চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ করে আগামীর বাংলাদেশকে একটি উন্নত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা মেহেরপুর জেলা বসুন্ধরা শুভসংঘের সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম বকুল বলেন, ডান-বাম কিংবা বিদেশিদের প্রেসক্রিপশনে নয়, বাংলাদেশকে এখন হাঁটতে হবে নিজের নাক বরাবর বাংলাদেশপন্থী হয়ে।

ইঞ্জিনিয়ার ও বসুন্ধরা শুভসংঘের উপদেষ্টা রাশেদ বোরহান বলেন, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে তরুণদের সঙ্গে নিয়ে ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে কাজ করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা বসুন্ধরা শুভসংঘের সাধারণ সম্পাদক নাফিউল ইসলাম তরুণ সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তরুণদের এই বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশ। সমাজের সব শুভ কাজে তরুণদের একটি প্ল্যাটফর্মে এসে রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতে কাজ করতে হবে। সেই কাজই করে যাচ্ছে বসুন্ধরা শুভসংঘ।

শীতের বিকেলে গাংনী উপজেলার আব্দুল মজিদ মাস্টার স্টাডি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা ও বার্ষিক সভায় প্রাণবন্ত আলোচনা হয়।

একঝাঁক তরুণদের অংশগ্রহণে আয়োজিত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি মাহফুজ রহমান,

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংবাদিক এস. এম. তারেক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও সাংবাদিক জুলফিকার আবির, ত্রাণ ও দুর্যোগ সম্পাদক ফাহাদ হোসেন শিহাব, কার্যকরী সদস্য ইয়াছিন হাবিব, জায়েদ কবির এবং ওয়াহিদুজ্জামান স্বপ্নীল।

নতুন বছরে বসুন্ধরা শুভসংঘ গাংনী উপজেলা শাখা কীভাবে ভিন্নধর্মী সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং বসুন্ধরা শুভসংঘ ডিজিটাল পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন রাজু আহমেদ বনি।